মৌলিক কর্মসূচির সমন্বয় সভা (CPCM)

তারিখ ঃ ২৭ মে-২০২৩ খ্রিঃ
স্থান ঃ চরফ্যাশন সেন্টার, ভোলা অঞ্চল ।
সভাপতি ঃ তারিক সাঈদ হারুন, পরিচালক -মৌলিক কর্মসূচি
প্রধান অতিথি ঃ রেজাউল করিম চৌধুরী নির্বাহী-পরিচালক
সচিব ঃ মো ঃ আইয়ুব আলী, আঞ্চলিক কর্মসূচি সমন্বয়কারী, ভোলা অঞ্চল ।

অংশগ্রহণকারী ঃ সংস্থার সকল অঞ্চলের আরপিসিগন, রেজাউল করিম চৌধুরী- নির্বাহি পরিচালক, তারিক সাঈদ হারুন,পরিচালক-মৌলিক কর্মসূচী, মাহমুদুল হাসান দিদার, উপ পরিচালক-কোর অপারেশন, আবদুর রহমান ফরিদ, সহকারী পরিচালক-কোর অপারেশন, মোঃ ফিরোজ আলম-প্রধান-এমই, মিজানুর রহমান প্রধান সাইটেপ, এস এম তৌহিদুল আলম-প্রধান-আইসিটি ।

সভার শুরুতে সভাপতি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমেই সকলের মতামতের ভিত্তিতে সভার আলোচ্য বিষয় সমূহ নির্ধারণ করা হয়। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম নং</th><th>আলোচ্য বিষয় সমূহ</th><th>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ</th><th>বাস্তবায়ন কারী</th><th>তারিখ</th></tr>
<tr><td></td><td>Previous Meeting Minutes Review</td><td>সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। যে সকল শাখার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অসমাপ্ত কাজ গুলোর সমাধানের প্রক্রিয়া নিয়ে সকলের সাথে আলোচনা করা হয় । তাছাড়া নির্বাহি পরিচালক সংস্থার মটর সাইকেল নীতিমালা রিভিউ-বিশেষ করে মটর সাইকেলের মডেল নির্দিষ্ট করে দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদাণ করেন।</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল</td><td>চলমান</td></tr>
<tr><td>০১.</td><td>Savings</td><td>শাখা পর্যায়ে ফান্ডের চাহিদা মেটাতে সকলের মতামতের ভিত্তিতে জুন-২৩ মাসে অঞ্চলভিত্তিক নিন্মোক্তহারে সঞ্চয় বৃদ্ধির লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়।
<table>
<tr><th>অঞ্চলের নাম</th><th>মোট বৃদ্ধি</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>ভোলা</td><td>১.৮০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>কক্সবাজার</td><td>১.৫০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>নোয়াখালী</td><td>১.৪০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>চট্টগ্রাম</td><td>১.২০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>আউটরিচ</td><td>১.০০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>বরিশাল</td><td>১.১০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট-</td><td>৮.০০ কোটি</td><td></td></tr>
</table>
উল্লেখ্য যে, উপরে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা কেউ পূরণ করতে না পারলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এপ্রিল/২৩ মাসে সকল অঞ্চলের সঞ্চয় আদায় পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এখনও মোট এক্টিভ সদস্যের ৩০% সদস্য থেকে সঞ্চয় আদায় করা হয় না। তারমধ্যে আবার ০১ টাকা থেকে ১০০ টাকার মধ্যে ৪৫% সদস্য থেকে সঞ্চয় আদায় করা হচ্ছে। যা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সকল এক্টিভ সদস্যকে সঞ্চয়ের আওতায় আনা এবং সর্বনিন্ম সঞ্চয় ১০০ টাকা আদায়ের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।
জাগরণ ঋণের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা নিচে সঞ্চয় নেওয়া যাবে না এবং ১ লক্ষ হতে দুই লক্ষ টাকার ঋণের ক্ষেত্রে অবশ্যই ২০০ টাকা ও ২ লক্ষ হতে এর উপরে প্রত্যেক ঋণের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা করে সঞ্চয় আদায় করতে বলা হয়।
প্রত্যেক অগ্রসর ঋণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫০০ হতে ১০০০ টাকার ডিপিএস বাধ্যতামূলক থাকতে হবে এবং উক্ত ডিপিএস এর টাকা মাসের ১ম এবং এবং ২য় সাপ্তাহের মধ্যে আদায় করতে হবে, কোন ডিপিএস নিস্ক্রিয় রাখা যাবে না, যদি শাখায় কোন নিস্ক্রিয় ডিপিএস পাওয়া যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট এএম এবং আরপিসিকে প্রশাসনিক শাস্তির আওতায় আনা হবে।
প্রত্যেকদিন এএমগণ গ্রেড ভিত্তিক সঞ্চয় আদায়ের তথ্য দৈনিক মনিটরিং রির্পোটের সাথে প্রদান করতে হবে এবং তা প্রত্যেকদিন ফলোআপ করতে হবে।
সফটওয়্যারে সকল সদস্যার সঞ্চয়ের আদায়যোগ্য থাকতে হবে। প্রত্যেক সদস্য থেকে
</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল</td><td>জুন/২৩ ইং</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>আদায়যোগ্য অনুযায়ী সঞ্চয় আনতে হবে।
• মাসিক ঋণী সদস্য ও মৌসুমী ঋণের সদস্য প্রত্যেক সপ্তাহে সমিতিতে এসে সঞ্চয় প্রদান করতে হবে। কোন সদস্য অগ্রিম কিস্তি দিতে চাইলে সাপ্তাহিক ভাবে হিসেব করে সঞ্চয় আদায় করতে হবে।
• উল্লেখিত বিষয়ে সকল আরপিসি ০৪ জুন রবিবার সংশ্লিষ্ট বিএম এমএমদের সাথে এমসিএম-এ আলোচনা করবেন এবং এএম গণ মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে তাদের এলাকার সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহে বিএম ও সিডিওদের সাথে মিটিং করবেন এবং তা সমিতি পর্যায়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

<u>সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে সংস্থার ফলাফল নিম্নরুপ;</u>
• সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে বর্তমান ফান্ড সমস্যা সমাধান করা যাবে।
• Cost of Fund কমে আসবে ।
• Surplus বৃদ্ধি পাবে।
• ডোনারের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে ।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>০২.</td>
<td>Overdue</td>
<td>• ব্যবস্থাপনার অনুমতি ছাড়া নতুন কোন সদস্যকে বকেয়ায় অন্তভূক্ত করা যাবে না। চলতি মাস থেকে শাখায় কোন অবস্থাতেই বকেয়া স্থিতি বৃদ্ধি গ্রহনযোগ্য হবে না।
• প্রতিদিন OTR মনিটরিং করতে হবে। দৈনিক কোন শাখায় OTR ৯৫% এর কম গ্রহনযোগ্য হবে না।
• প্রতিটি ঋণ বিতরনে ০৩ জন জামিনদার মধ্যে ০১ জন পরিবারের বাইরের লোক নিতে হবে। অগ্রসর ঋনের ক্ষেত্রে সদস্য ও জামিনদার উভয়ের থেকে ০২ থেকে ০৩ টি চেক নিতে হবে।
• শাখায় বকেয়া হ্রাস পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তাবায়ন হচ্ছে কিনা তা বিএম, এএম এবং আরপিসি কে তদারকি করে প্রয়োজনীয় সার্পোট প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
• চলতি মাস হতে যদি কোন শাখায় বকেয়া বৃদ্ধি পায় তাহলে পরিচালক-মৌলিক কর্মসূচি এর সাথে কথা বলে অনুমোদন সাপেক্ষে আরপিসির বেতন নিতে হবে।</td>
<td>সংশ্লিষ্ট সকল</td>
<td>চলমান</td>
</tr>
<tr>
<td>০৩.</td>
<td>Disbursement</td>
<td>গত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ঋণ বিতরনের টার্গেট ১০০% অর্জন না হওয়ায় সাঃ চার্জ আদায়ের হার ২০% নিচে নেমে আসে। সকল শাখায় বিতরন বৃদ্ধি করার জন্য বলা হয়।</td>
<td>সংশ্লিষ্ট সকল</td>
<td>চলমান</td>
</tr>
<tr>
<td>০৪.</td>
<td>Member</td>
<td>প্রতি শাখায়, এক্টিভ সদস্য সিডিও প্রতি ৪০০ জন করে রাখতে হবে। যে সকল শাখায় সিডিও প্রতি সদস্য ৪০০ জনের নিচে আছে- সেসকল শাখায় সদস্য বৃদ্ধির জন্য ০৬ মাসের পরিকল্পনা করে বোর্ডে রাখতে হবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্জন করার জন্য কর্মীদের ফলোআপ করতে হবে।</td>
<td>সংশ্লিষ্ট সকল</td>
<td>জুলাই-ডিসেম্বার/২৩ ইং পর্যন্ত</td>
</tr>
<tr>
<td>০৫.</td>
<td>Savings Interest</td>
<td>আগামী ৪-৮ জুন/২৩ইং পর্যন্ত শাখার সমিতি পর্যায়ে সঞ্চয়ের সুদ প্রদান উপলক্ষে সমিতি পর্যায়ে উন্নয়ন শিক্ষা আলোচনা করতে হবে এবং ১১-১৫ জুন/২৩ইং তারিখের মধ্যে সকল শাখায় সঞ্চয়ের সুদ প্রদান করতে হবে। এমআরএ বিধিমালা অনুযায়ী সদস্য দলত্যাগ হলে ও সঞ্চয় সুদ দিতে হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সুদ প্রদানকৃত শীটে সদস্যের স্বাক্ষর ও মোবাইল নং লিখা থাকতে হবে।</td>
<td>সংশ্লিষ্ট সকল</td>
<td>১৫ জুন/২৩ইং</td>
</tr>
<tr>
<td>০৬.</td>
<td>LLP</td>
<td>জুন/২৩ইং মাসে সকল শাখায় ১০০% এলএলপি খরচ দেখাতে হবে সে ক্ষেত্রে অঞ্চল ভিত্তিক নিম্ন লিখিত খরচ হিসাব করা হয়-
<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>অঞ্চলের নাম</th><th>টাকার পরিমান (লক্ষ টাকা)</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>ভোলা অঞ্চল</td><td>.৮৪</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>চরঅঞ্চল</td><td>.২৯</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>নোয়াখালী অঞ্চল</td><td>১.৬৩</td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>কক্সবাজার অঞ্চল</td><td>২.৩৬</td></tr>
<tr><td>০৫</td><td>চট্রগ্রাম অঞ্চল</td><td>১.৪৩</td></tr>
<tr><td>০৬</td><td>বরিশাল অঞ্চল</td><td>১.৬৩</td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট-</td><td>৮.১৮</td></tr>
</table>

উল্লেখ্য যে, কোন শাখায় তহবিল মাইনাস করা যাবে না যদি কোন শাখায় তহবিল মাইনাস হয় সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ঠ তত্ত্বাবধায়কের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে খরচ দেখাতে হবে।</td>
<td>সংশ্লিষ্ট সকল</td>
<td>জুন/২৩ইং</td>
</tr>
<tr>
<td>০৭.</td>
<td>Bkash</td>
<td>ইতিমধ্যে সকল শাখায় সমিতি পর্যায় বিকাশ গ্রাহক চিহ্নিত করার জন্য সকল তথ্য নেওয়া হয়েছে। সমিতি পর্যায়ে উন্নয়ন শিক্ষা হিসেবে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলো আলোচনা চলমান রাখতে হবে-
• সকল সদস্যকে বিকাশ একাউন্ট এর আওতায় আসতে হবে।
• বিকাশে লেনদেন করার জন্য সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
• সকল সদস্যদের হাতে যাতে মোবাইল ফোন থাকে, সেব্যপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।</td>
<td>সংশ্লিষ্ট সকল</td>
<td>চলমান</td>
</tr>
<tr>
<td>০৮.</td>
<td>WASH Project</td>
<td>নোয়াখালী এবং চট্রগ্রাম অঞ্চলে ওয়াশ প্রকল্পের কর্মপরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। নোয়াখালী অঞ্চলের সকল শাখা এবং চট্রগ্রাম অঞ্চলে ০৫টি নতুন শাখা সহ মোট ১৫টি শাখায় ওয়াস প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকবে।
• জুন/২৩ইং মধ্যে নোয়াখালী অঞ্চল ৭১ লক্ষ এবং চট্রগ্রাম অঞ্চল ৬৩ লক্ষ টাকা বিতরন শেষ করতে হবে।
• একজন কর্মী প্রতি সপ্তাহে ০১টি বিসিসি ক্যাম্পেইন করবেন।
• প্রতি শাখায় চলতি এপ্রিল /২৩ মাসে প্রত্যেক কর্মী ০২টি BCC ক্যাম্পেইন করবেন।
• ওয়াশ প্রকল্পের ঋণ মাস্টার রোল আলাদা ভাবে করতে হবে।</td>
<td>সংশ্লিষ্ট সকল</td>
<td>জুন/২৩ইং</td>
</tr>
</table>

		• ঋণ বিতরণের সময় সাইট স্কিনিং ফরমেট পূরণ করে লাগাতে হবে এবং বিগত দিনে যে সকল শাখায় ঋণ ফরমে সাইট স্কিনিং ফরমেট লাগানো হয়নি সে সকল শাখায় ফরমে চলতি সপ্তাহের মধ্যে সাইট স্কিনিং ফরম লাগিয়ে হাল নাগাদ করে রাখতে হবে। • বিতরনকৃত সকল সদস্যকে চলতি মাসের মধ্যে ইনসেনটিভ প্রদান করতে হবে। • প্রণদনার জন্য আলাদা রেজি: ব্যবহার করতে হবে। • অভিযোগ নীতিমালার জন্য আলাদা রেজি:ব্যবহার করতে হবে। • প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক শাখায় ২৫ জন সদস্যকে স্যানিটেশন ঋণ প্রদান করতে হবে। এই ব্যাপারে এএম এবং আরপিসিকে আরো ফলোআপ বাড়াতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্যানিটেশন ও ওয়াটার সাপ্লাই ঋণ বিতরণ শেষ করতে হবে।		
০৯.	**Internal Audit Feedback**	• শাখা পর্যায়ে ইন্টারনাল অডিট ০২ ধরনের হবে। Regular Audit & Surprise Audit. রেগুলার অডিটে অডিটরগন আগে ঘোষনা দিয়ে আসবে এবং ০৫ দিনে শেষ করবে। Surprise Audit এ অডিটরগন যে কোন সময় আসতে পারে । • যেহেতু অডিটরগন আগে ঘোষনা দিয়ে শাখায় আসবে সেক্ষেত্রে সকল সদস্যকে অগ্রিম অবহিত করতে হবে। সমিতি সভায় সকল সদস্য এবং পাশবই নিশ্চিত করতে হবে। • শাখার নাম ঘোষনা হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট এএম উক্ত শাখায় চলে যাবেন এবং কমপক্ষে ০৩ দিন থেকে সকল ডকুমেন্ট যাচাই করবেন। ঘোষনাকৃত শাখায় যদি কোন আত্তসাত পাওয়া যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট এএম এবং আরপিসি জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে। • অডিটরগন অডিট পিরিয়ড শেষে শাখার সকল ডকুমেন্টস অডিটকালীন সময় পর্যন্ত চেক করা হয়েছে এবং কোন প্রকার অসংগতি নাই মর্মে স্বাক্ষর ও সীল দিয়ে ছাড়পত্র দিয়ে আসবেন। • নীরিক্ষাকালীন সময়ের নীরিক্ষকের যাতায়াত বিলে শাখা হিসাবরক্ষক চেক করবেন। • অডিট রির্পোটে প্রাপ্ত সমস্যা সম্পর্কে ভালো ভাবে বুঝে স্বাক্ষর করতে হবে। • কোন বিষয় আপত্তি থাকলে উক্ত বিষয়ের উপর আপত্তি আছে লিখে স্বাক্ষর করতে হবে, অন্যথায় পরবর্তীতে কোন আপত্তি অগ্রাহ্য করা হবে। • শাখা অডিট পরবতী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অডিট এ্যাকশন প্লান অপারেশন বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদাণ করতে হবে। • ফিডব্যাকে সকল প্রাপ্ত সমস্যার উত্তর দিতে হবে এবং উত্তর হবে যৌক্তিক ও স্মার্ট । • অভ্যান্তরীন অডিটে অমীমাংশিত বিষয়গুলো শাখায় অডিট মিটিংয়ের আগেই সমাধান করতে হবে। • কোন অমীমাংশিত বিষয় রাখা যাবেনা । যাহা তাৎক্ষনিক সমাধান যোগ্য নয়, তার ডেড লাইন দিতে হবে এবং পরবর্তীতে ফলোআপ করতে হবে। • শাখায় কোন কর্মীর ২০০০ টাকা বেশি আত্মসাত পাওয়া গেলে এএমকে অডিট শুনানিতে যেতে হবে। • আগামী অডিট গুলোতে যেন প্রতিটি শাখা নিল থাকে সেভাবে প্রস্তুতি রাখতে বলা হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১০.	**Field visit**	• কোন শাখায় খাদ্যভাতা প্রদান করলেই বাধ্যতামুলক অডিট রেজিষ্টার লিখতে হবে। অডিট রেজিষ্টার লিখা না থাকলে উক্ত প্রদানকৃত বিলের টাকা পুনরায় শাখায় জমা হবে। • এএম এবং আরপিসি প্রত্যেকদিন দুইটি সমিতি পূনাঙ্গ ভাবে ভিজিট করবেন এবং সমিতির প্রত্যেক সদস্যের পাশবই ১০০% নিশ্চিত করে স্বাক্ষর করবেন। • ভিজিট পরবর্তী যদি উর্দ্ধতন কোন কর্মকর্তা কোন পাশবইয়ে স্বাক্ষর না পায় তাহলে সংশ্লিষ্ট এএম এবং আরপিসির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। • এলাকা ব্যবস্থাপকগণ সমিতি পরিদর্শনের ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপকের পরিদর্শনকৃত সমিতি এবং আরপিসিগন এলাকাব্যবস্থাপকের পরিদর্শনকৃত সমিতি অগ্রাধিকার দিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১১.	**Software**	শাখায় নিয়মিত কাজের গতিশীলতা বজায় রাখার জন্য শাখার সফটওয়্যার নিন্ম লিখিত সমস্যাগুলো স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন- • আদায়যোগ্য ডাবল চলে আসে। • এমআইএস থেকে এআইএস ট্রান্সফার করলে ও এখনো রিপোট গড়মিল হয়ে যায়। • জাগরণ/অগ্রসর ১ লোন থাকা অবস্থায় আরেকটা লোন দিতে চাইলে দেওয়া যায়। • সকাল বেলা রিপোট পোর্টাল ডাউন থাকলে পুরানো মাসিক পোস্টেড সীট নিয়ে ফিল্ডে যাওয়া লাগে। • রিপোট পুরাতন ও নুতন দুই সাইড থেকে রিপোট দেখা লাগে। • সফটওয়্যার এর যে কোন সমস্যা সাথে সাথে সমাধান করতে পারে না। সমাধান করতে পুনরায় ডে ওপেন করা লাগে। যার কারনে রিপোট সমস্যা হয়। • সুফলন (মেইন) ঋনের ক্ষেত্রে সার্ভিসচার্জ সমান তিন ভাগে ভাগ করা, ফলে প্রথম চার মাসে যে লাভ আসে পরের এক মাসে ঐ পরিমান লাভ আসে। চার মাসের মধ্যে পরিশোধ করলে সংস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। HR • সফটওয়্যারে মাধ্যমে কর্মী বদলির করতে হবে। • সফওয়্যারের মাধ্যমে ছুটি অনুমোদন ও আবেদন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

<table>
<tr><td></td><td></td><td>

ইতি মধ্যে যারা বদলি হয়েছে সফটওয়্যার আপডেট করা হয় নাই তাদের সফটওয়্যারের মাধ্যমে বদলি দিয়ে সপটওয়্যার আপডেট করতে হবে।

Assets

শাখার সফটওয়্যারে সম্পদ রেজিস্টার দেওয়া হয়েছে আগামী জুন/২৩ইং মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে শাখা হিসাবরক্ষক শাখার সম্পদের তালিকা দেখে সফটওয়্যারে পোস্টিং দিতে হবে।
নতুন সম্পদ ক্রয় ও অনুমোদন সফটওয়্যারের মাধ্যমে করতে হবে।

New Assets

আগামী ২০২৩-২৪ ইং বছরে সকল শাখায় পর্যায়ক্রমে আইপিএস ও ফ্রিজ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়।

</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১২.</td><td>Staffing</td><td>

অঞ্চল ভিত্তিক কর্ম এলাকার বা উপজেলার কর্মরত কর্মীর সংখ্যা সমান থাকতে হবে।
প্রত্যেক অঞ্চলে কমপক্ষে ৫০% নারী সহকর্মী থাকতে হবে। প্রত্যেক শাখায় কমপক্ষে ০২ জন নারী কর্মী নিশ্চিত করতে হবে।
পর্যায়ক্রমে ১০০% বিএ এবং মাষ্টার্স পাশ কর্মী নিশ্চিত করতে হবে।

Staff Transfer
নিম্ম লিখিত সময় অনুযায়ী কর্মী বদলির জন্য সুপারিশ করা হয়-

সিডিও ৩ বছর পরপর বদলি।
শাখা হিসাবরক্ষক ২ বছর পরপর বদলি।
শাখা ব্যবস্থাপক ৩ বছর পরপর বদলি।

</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল</td><td>চলমান</td></tr>
<tr><td>১৩.</td><td>CITEP</td><td>

CITEP ও স্বাস্থ্য কর্মসূচী প্রতিটি অঞ্চলে আরো সম্প্রসারন করা হবে।
সাইটেপ কর্মীকে হেড-সাইটেপ পরিচালনা করবেন।
প্রতিটি অঞ্চলে বর্তমানে যে সব সাইটেপ কর্মী রয়েছে তাদেরকে আরপিসি সকল কর্মকান্ডে সাহায্য করবেন এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিবেন ।
প্রত্যেক শাখার আওতায় যে সকল ক্লাস্টার রয়েছে, নির্দিষ্ট ফরমে তার তালিকা সংগ্রহ করতে হবে এবং বিএম, এএম, আরপিসি স্বাক্ষরসহ ফাইলে সংরক্ষন করতে হবে।

</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল</td><td>চলমান</td></tr>
<tr><td>১৪.</td><td>Motorbike</td><td>
গত সিপিসিএম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুলাই/২৩ ইং মাসের মধ্যে সকল পুরুষ সহকর্মীদের ১০০% মটরসাইকেল নিশ্চিত করার কথা। অঞ্চল ভিত্তিক এখন পর্যন্ত মটরসাইকেল না থাকা পুরুষ কর্মীর সংখ্যা-
<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>অঞ্চলের নাম</th><th>সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>০১.</td><td>ভোলা অঞ্চল</td><td>০৫ জন</td></tr>
<tr><td>০২.</td><td>কক্সবাজার</td><td>২০ জন</td></tr>
<tr><td>০৩.</td><td>চরঅঞ্চল</td><td>০৭ জন</td></tr>
<tr><td>০৪.</td><td>বরিশাল</td><td>১১ জন</td></tr>
<tr><td>০৫.</td><td>নোয়াখালী</td><td>২১ জন</td></tr>
<tr><td>০৬.</td><td>চট্রগ্রাম</td><td>২৩ জন</td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট-</td><td>৮৭ জন</td></tr>
</table>

মাঠ পর্যায়ে সকল স্থায়ী কর্মীকে মটরবাইক দিয়ে মাঠকার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে সকল পুরুষ কর্মীকে জুলাই/২৩ ইং মধ্যে এবং সকল নারী কর্মীকে সেপ্টেম্বর/২৩ ইং মধ্যে মটরসাইকেলের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

Fuel Bill-

বর্তমানে তৈলের বাজার দর বিবেচনা করে মটরসাইকেল জ্বালানি বিল বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হয়।

</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল</td><td>চলমান</td></tr>
<tr><td>১৫.</td><td>ME</td><td>
মে-জুলাই/২৩ ইং পর্যন্ত ১ লক্ষ টাকা ও ২ লক্ষ টাকার অগ্রসর ঋনী সদস্যের টার্গেট নিন্ম প্রদাণ করা হলো-
<table>
<tr><th rowspan="2">অঞ্চলের নাম</th><th colspan="3">১ লক্ষ টাকা</th><th colspan="3">১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ</th></tr>
<tr><th>মে/২৩</th><th>জুন/২৩</th><th>জুলাই/২৩</th><th>মে/২৩</th><th>জুন/২৩</th><th>জুলাই/২৩</th></tr>
<tr><td>ভোলা</td><td>৫৬০</td><td>৬৩৬</td><td>৬৫৫</td><td>৩৩০</td><td>৩৭০</td><td>৩৭০</td></tr>
<tr><td>কক্সবাজার</td><td>৪৫০</td><td>৫৬৫</td><td>৫৭০</td><td>১২০</td><td>১২০</td><td>১২০</td></tr>
<tr><td>নোয়াখালী</td><td>৪৮০</td><td>৪৯০</td><td>৫০০</td><td>৩১৫</td><td>৩৩০</td><td>৩৬০</td></tr>
<tr><td>চট্রগ্রাম</td><td>৩২৫</td><td>৩৭৫</td><td>৩৮০</td><td>১১৫</td><td>১৯৫</td><td>১৯৫</td></tr>
<tr><td>বরিশাল</td><td>২৪৫</td><td>২৫০</td><td>২৬৫</td><td>৮৫</td><td>১৬০</td><td>১৬০</td></tr>
<tr><td>চরঅঞ্চল</td><td>১০৫</td><td>১৫৫</td><td>১৬০</td><td>৮৩</td><td>৮৮</td><td>৮৮</td></tr>
<tr><td>মোট-</td><td>২১৬৫</td><td>২৪৭০</td><td>২৫৩৫</td><td>১০৪৮</td><td>১২২৩</td><td>১২৯৩</td></tr>
</table>
</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল</td><td>জুলাই/-২৩</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>

টার্গেট অনুযায়ী অর্জনের জন্য শাখা ভিত্তিক Action Plan তৈরি করতে হবে।
Action Plan অনুযায়ী কর্মীদের সাথে মিটিং করতে হবে।
শাখায় প্রতি সপ্তাহে অর্জন সম্পর্কে কর্মীদের অবহিত করতে হবে।
মে -থেকে জুলাই-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রসর ঋণী সদস্য বৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা প্রদাণ করা হয়েছে তা ১০০% বাস্তবায়ন করতে হবে।
এমডিপি-এএফ ঋণ স্থিতি কোন অবস্থাতেই দায়ের চেয়ে কম থাকতে পারবেনা।
ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি ও স্থায়ী করন করতে ম্যানুপ্যাকচারিং, প্রসেসিং ও প্রোডাকশন খাতকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। সেই সাথে কর্মসংস্থানের বিষয়কে অধিকতর গুরুত্ব দেয়ার জন্য নির্বাহি পরিচালক সকলকে অনুরোধ করেন।
বিদেশি পন্য পরিহার ও দেশি পন্য ব্যবহারে সদস্যদের উৎসাহিত করতে হবে।
সমিতি পর্যায়ে শ্লোগান থাকবে “নো পলিথিন- নো প্লাস্টিক”

</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৬.</td>
<td>Cluster & Insurance</td>
<td>

ক্লাস্টার অনুয়ায়ী ক্ষুদ্রঋন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা গ্রহন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে # কক্সবাজার- লবন, পান, শুটকি। # ভোলা- তরমুজ। # নোয়াখালী- সরিষা। # চট্রগ্রাম- গরু মোটতাজাকরন ক্লাস্টারের তথ্য গ্রহণ করা হচ্ছে। উক্ত সদস্যের ক্লাস্টার অনুযায়ী ঋন কার্যক্রমে অন্তভুক্ত করন এবং ক্লাস্টারের কোন ক্ষতি হলে কিভাবে উদ্যোক্তাকে ইনসুরেন্স সেবার আওতায় আনা যায়। সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

</td>
<td>সংশ্লিষ্ট সকল</td>
<td>চলমান</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭.</td>
<td>Budget</td>
<td>
শাখা ভিত্তিক খরচ ও Business Plan পর্যালোচনা করে ২০২৩-২৪ বাজেট নির্ধারন করা হয়।
<table>
<tr><td>Region</td><td>Total Income (Business Plan 2023-24)</td><td>Total Expenditure Budget (2023-24)</td><td>Net Surplus (2023-24)</td></tr>
<tr><td>Bhola</td><td>358749027</td><td>250788785</td><td>107960240</td></tr>
<tr><td>Coxsbazar</td><td>284757326</td><td>204249334</td><td>80507992</td></tr>
<tr><td>Noakhali</td><td>209511989</td><td>159915467</td><td>49596522</td></tr>
<tr><td>Chattogram</td><td>196612483</td><td>134563923</td><td>62048573</td></tr>
<tr><td>Outreach</td><td>95273873</td><td>91190137</td><td>4083736</td></tr>
<tr><td>Barishal</td><td>123349059</td><td>95313578</td><td>24035481</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>1268546356</td><td>939623206</td><td>328923149</td></tr>
</table>
বর্তমান বাজার দর বিবেচনা করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে যে বিষয় গুলো পরিবর্তন করার সুপারিশ করা হয়, তা নিন্মরূপ-

Gas bill
Office Rent
Utilities
Legal Expense

</td>
<td>সংশ্লিষ্ট সকল</td>
<td>জুন/২৪ইং</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮.</td>
<td>Business Plan.</td>
<td>
আগামী অর্থবছর (জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪) Business Plan নিয়ে অঞ্চল ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। Business Plan অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আরপিসিদেরকে শাখা ও কর্মী ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সকলের অংশগ্রহন ও মতামতের ভিত্তিতে আগামী অর্থ বছরের জন্য অঞ্চল ভিত্তিক লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়।
<table>
<tr><td rowspan="2">অঞ্চলের নাম</td><td colspan="4">Business Plan-2023-24</td></tr>
<tr><td>সদস্য</td><td>সঞ্চয়</td><td>ঋনস্থিতি</td><td>বকেয়া স্থিতি</td></tr>
<tr><td>ভোলা</td><td>৪৪১৩৮</td><td>৯১৯২৩৪১১৯</td><td>১৯৭৭০১৪৩১৫</td><td>৪৮৫৭৫২৬৫</td></tr>
<tr><td>কক্সবাজার</td><td>৩৮২০৭</td><td>৭৪০৮৩৯৯৭৭</td><td>১৫২১৪৯৫০৩০</td><td>৮২৫৫০৮৪৫</td></tr>
<tr><td>চট্রগ্রাম</td><td>২৮৬৫০</td><td>৩৪০৩৩৩২২৯</td><td>১০৮৭৪৮৮৪৯৮</td><td>৬৫৩৫০৩৮৫</td></tr>
<tr><td>নোয়াখালী</td><td>৩০৫২৮</td><td>৪৪৪২৯৭৩৮২</td><td>১১৬৯৪০২৭৩৮</td><td>৬০৯২৯২১৬</td></tr>
<tr><td>বরিশাল</td><td>২৪৭৮৬</td><td>২৩৬১৮৭৯৩১</td><td>৭৬২২৫৯২৮২</td><td>২৮৯২৭৬৪০</td></tr>
<tr><td>চরঅঞ্চল</td><td>১৪১৯৬</td><td>২০৫৫৫৭৮৯৫</td><td>৫২৪৫৩৩৮৭৯</td><td>১৪২৬০৯৯২</td></tr>
<tr><td>মোট-</td><td>১৮০৫০৩</td><td>২৮৮৬৪৫০৫৩৩</td><td>৭০৪২১৯৩৭৪২</td><td>৩০০৫৯৪৩৪৩</td></tr>
</table>
</td>
<td>সংশ্লিষ্ট সকল</td>
<td>জুন/২৪ইং</td>
</tr>
</table>

		• উপরে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা আগামী জুন/২৪ ইং মধ্যে অর্জন করার পরিকল্পনা করে কাজ করার জন্য বলা হয়। সে অনুযায়ী প্রত্যেক মাসে লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী অর্জন মনিটরিং করার জন্য নির্দেশনা প্রদাণ করা হয়। • শাখা এবং এলাকা ভিত্তিক উক্ত লক্ষ মাত্রা নির্ধারন করার সিদ্ধান্ত হয় এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পরিকল্পনা, সহায়তা এবং সমন্বয় করে সকলকে কাজ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। • প্রতি সপ্তাহের টার্গেট অর্জনে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট প্রদান করার জন্য বলা হলো এবং সপ্তাহের টার্গেট সপ্তাহে অর্জনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। • শাখা পর্যায়ে কর্মী ভিত্তিক টার্গেট নির্ধারন করে জুলাই/২৩ মাসের ১ম সাপ্তাহের মধ্যে নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখতে হবে । • বিশেষ কোন কারনে সপ্তাহের টার্গেট অর্জন সম্ভব না হলে সমপরিমান টার্গেট পরবর্তী সপ্তাহের টার্গেটের সাথে যোগ করে টার্গেট নির্ধারণ করতে হবে।		
১৯.	**Disability Person**	গত ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সংস্থার কর্ম এলাকার ১১৫টি শাখার আওতায় ১১ টি জেলা, ৬৫ টি উপজেলা ও ৪৬৩ টি ইউনিয়ন এর আওতাধীন সমিতি ও সমিতির আশপাশের এলাকা থেকে ওয়াশিংটন ম্যাথড অনুযায়ী ৬টি প্রতিবন্ধিতার ধরনের উপর প্রতিবন্ধি ব্যাক্তি বা তার পরিবারকে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে **২৮৭৮ জন প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিকে চিহ্নিত করা হয়**। – সংস্থার মৌলিক কর্মসুচির পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে কর্ম এলাকার মোট প্রতিবন্ধির ৫% ব্যক্তি/ পরিবারকে (প্রতিবন্ধি ব্যাক্তির ভরন পোষনের দায়িত্ব গ্রহনকারী ব্যাক্তি) ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা দেওয়া হবে। তারই ধারাবাহিকতায় এপ্রিল এবং মে ২০২৩ মাসে সংস্থার ৬টি অঞ্চলের ১৯ জন প্রতিবন্ধি ব্যাক্তি/পরিবারকে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। পর্যায়ক্রমে তালিকা অনুযায়ী সকল প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের ঋণ সহায়তা দেওয়া হবে। • বিতরন কৃত ঋনের সকল ডকুমেন্টস প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের ফাইলে সংরক্ষন করতে হবে। • যে সকল শাখায় এখনও পর্যন্ত প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের সার্ভে অসম্পন্ন রয়েছে/ভুল রয়েছে তা দ্রুত সংশোধন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
২০.	**AOB**	আগামী জুন'২৩ মাসে সিপিসিএম সাথে সেন্ট্রাল জনসংগঠন মিটিং অনুষ্ঠিত হবে, তাই প্রত্যেক অঞ্চল থেকে ০২ জন করে জনসংগঠন নেত্রি প্রস্তুত রাখার জন্য বলা হয়। – আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষনা করেন।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

সভাপতি

তারিক সাইদ হারুন
পরিচালক
মৌলিক কর্মসূচী ।

সচিব

মোঃ আইয়ুব আলী।
আঞ্চলিক কর্মসূচী সমন্বয়কারী
ভোলা অঞ্চল ।